66

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 MAY 1998
পৃষ্ঠা 12 কলাম ৫

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা ॥ প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ॥ ছিনতাইকারী ৩ ছাত্র গ্রেফতার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ অবশেষে ছাত্রলীগের বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে শনিবার সমঝোতা হয়েছে। সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া হবে এবং অছাত্র, বহিরাগত ক্যাডারদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা হবে। খুব শীঘ্রই দশজনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হবে।

শনিবার সন্ধ্যায় মধুর কেন্টিনে এক সমঝোতা বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতরাতেই বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়ার কথা। এ নিয়ে নতুন করে যাতে কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয় সেজন্য সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন অছাত্র-চাঁদাবাজ হলে থাকতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। এই সংগঠন প্রকৃত ছাত্রদের কল্যাণে, এখানে মেধার লালন-পালন হয়। তিনি আরও বলেন, গত দু'তিন দিন ছাত্রলীগের সঙ্কট কোন কৃত্রিম সঙ্কট নয়, এটা নেতৃত্বের কোন্দল এবং সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি।' সমঝোতা প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার জন্য তিনি সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার আগে শুক্রবার গভীর রাতে মহসিন হল থেকে একটি গ্রুপ বিভিন্ন হলে অবস্থানকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছে। দু'হাজার টাকা থেকে শুরু করে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে। প্রশ্নপত্র নীল ক্ষেতের একটি ফটোস্ট্যাট মেশিনম্যানের কাছ থেকে সাপ্লাই হয়েছে বলে জানা গেছে। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহল যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলে 'একটি অসাধু মহল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছে। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন রাতে খবর পেয়ে বিক্রীত প্রশ্নপত্র কিনে প্রকৃত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেন আদৌই কোন মিল ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র ছিনতাই করতে গিয়ে গ্রেফতার

শুক্রবার ভোর রাতে দোয়েল চত্বর ও টিএসসি এলাকায় ছিনতাই করার পর পুলিশ গ্রেফতার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্রকে। তিনজনের দু'জন, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্র, একজন মহসিন হলের ছাত্র।

রাত সাড়ে চারটার দিকে এই ছিনতাইকারীরা দোয়েল চত্বরে একটি বেবিট্যাক্সি থামিয়ে সাত শ' টাকা ও একটি ঘড়ি ছিনতাই করে। এর আগে তারা টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের সামনে এক রিক্সাচালকের কাছ থেকে সাত টাকা ছিনিয়ে নেয়। দোয়েল চত্বরে ছিনতাইয়ের পর পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। ছিনতাইকারী তিনজন টিএসসির ভিতরে ঢুকে পড়ে। অনেক খোঁজাখুজির পর পুলিশ ভোর পাঁচটায় ছিনতাইয়ের মালমাল ভাগবাটোয়ারা অবস্থায় টিএসসি'র দোতলার বাথরুম থেকে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা মুহাম্মদ সোয়েব হোসেন, মোহম্মদ আশরাফুল হক তুষার এবং মতিউল ইসলাম মতি। এরা তিনজনই একটি ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। অন্যদিকে তিনজনই ক্যাম্পাসভিত্তিক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।